রাবিতে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে হল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

প্রকাশ : ২৪ জুন ২০২২, ১৬:১৩

Tk. 10,000 exchange bonus

ফাইল ছবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নবাব আবদুল লতিফ হলের এক আবাসিক ছাত্রকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে সেখানে ছাত্রলীগের পছন্দের একজনকে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (২৩ জুন) দিবাগত রাত ২টার দিকে হলের ২৪৮ নম্বর কক্ষে এই ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

নির্যাতনের শিকার ওই ছাত্রের নাম মুন্না ইসলাম। তিনি ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি ওই হলের ২৪৮ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র।

শুক্রবার সকালে ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার’নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে স্ট্যাটাস দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন ওই ছাত্র। স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, গত পাঁচ মাস ধরে নবাব আবদুল লতিফ হলে অবস্থান করছেন তিনি। এই হলের ২৪৮ নম্বর কক্ষের একজন আবাসিক ছাত্র তিনি।

আওয়ামী লীগ জনগণের পাশে আছে-ছিল-থাকবে: তথ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন কয়েকজন অনুসারী নিয়ে ওই কক্ষে গিয়ে তাকে কক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। নিজের আবাসিক কার্ড দেখিয়ে তিনি বের হতে অপারগতা প্রকাশ করলে তার বিছানাসহ অন্যান্য জিনিস ফেলে দেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এরপর তাকে গালিগালাজ ও মারধর করা হয়।

মুন্না ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তার বাবা প্রতিবন্ধী, মা বেঁচে নেই। হল প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে সব প্রক্রিয়া মেনে তিনি হলে ওঠেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে নিজের কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার পর বিষয়টি তিনি হলের প্রাধ্যক্ষকে মুঠোফোনে জানান। প্রাধ্যক্ষ তাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন।

হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন বলেন, ওই কক্ষে মূলত আরেকজন আবাসিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে থাকার জন্য বলা হয়েছিল মুন্নাকে। কারণ তাদের ওই ছেলেটিকেও মানবিক কারণে হলে সিট দিয়েছেন প্রাধ্যক্ষ।

পদ্মা সেতু: বাগেরহাটে ঘুরে দাঁড়াবে পর্যটন শিল্প

তিনি আরও বলেন, তার বিছানাপত্র ফেলে দেওয়ার কথা সত্য নয়। এমনকি মারধর করার অভিযোগও ভিত্তিহীন। আর তারা তাকে (মুন্না ইসলাম) বের করে দেননি। তিনি নিজে ওখানে যাননি। তাদের নেতাকর্মীরা গিয়েছিলেন।

নবাব আবদুল লতিফ হলের প্রাধ্যক্ষ এএইচএম মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনাটি তিনি রাতেই শুনেছেন। এটি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাদের হল থেকেও বহিষ্কার করা হবে। মুন্না ইসলাম ওই কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী। তিনি ওই কক্ষেই থাকবেন বলে জানান হল প্রাধ্যক্ষ।

ইত্তেফাক/ইউবি